দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম

বহু কেলেঙ্কারি জমে উঠেছে

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যবই, টেক্সট বুক বোর্ড ও পুস্তক মুদ্রক এবং বিক্রেতাদের নিয়ে লজ্জাকর কেলেঙ্কারি জমে উঠেছে। এ কেলেঙ্কারি আজকের নতুন কিছু নয়, দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে। এখন বলা যায়, এই কেলেঙ্কারি করে যাওয়াটা সংশ্লিষ্ট মহলের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ সম্পর্কে দীর্ঘদিন থেকেই পত্র-পত্রিকায় বহু লেখালেখি করা হচ্ছে। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। দেশে ও দেশের জনগণের কল্যাণের নামে শত অনুরোধ উপরোধ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মহল সে দিকে দৃকপাত করেনি।

অবশ্য বর্তমান সরকার সেদিকে দৃষ্টি প্রদান করেছেন এবং আর কিছু না হলেও ভুলভ্রান্তি ভরা ও কুলিখিত সকল প্রকার নোটবই মুদ্রণ এবং বিক্রি নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের আইন কাগজে-কলমে প্রণয়ন পর্যন্তই কাজীর গরু হয়ে রয়েছে। কথা ও কাজে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। অতএব, কেলেঙ্কারির গাঁজার নৌকা সাবেককালের মতই পাহাড় বয়ে চলছে। না, শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে নতুন করে সংযোজিত হয়েছে বিনামূল্যে বিতরণের সরকারী বই চুরি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দেশে আইন থাকা সত্ত্বেও এ সব করছে কারা? সে কথা আমরা বলতে পারি না। বলতে পারেন সংশ্লিষ্ট বিভাগ কিংবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ।

সম্প্রতি এ ধরনের একটি জমজমাট কেলেঙ্কারির কথা দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটিতে প্রকাশ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাবাজারের বিভিন্ন পুস্তকের দোকান থেকে ৬ লাখ টাকা মূল্যের ২৪ হাজার পাঠ্য ও নিষিদ্ধ নোটবই আটক করেছে। পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে যে, মহানগরীর বাংলাবাজার ও নর্থব্রুক হল রোডের বিভিন্ন পুস্তকের দোকান ও গুদাম তল্লাশী করে এই সকল বই আটক করা হয়। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য ও নিষিদ্ধ নোটবই রয়েছে। পুলিশ সূত্রে আরো জানা যায় যে, আটককৃত পুস্তকগুলো সরকারের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য টেক্সট বুক বোর্ড প্রকাশ করে। এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ১৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ, এক ধরনের অসাধু লোক দীর্ঘদিন ধরে টেক্সট বুক বোর্ড ও প্রেসের কর্মচারীদের সহায়তায় বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ছাপান বই-এর ব্যবসা করে আসছে।

মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা পুলিশ এই জমজমাট কেলেঙ্কারির আসল ভূত কোথায় খুঁজে পাবেন তা আমরা অবহিত নই, তবে ওয়াকেবহাল মহলের মতে, এই কেলেঙ্কারির মূল সূত্রটি নিহিত রয়েছে বিভিন্ন প্রকাশকের নামে টেক্সট বুক বোর্ডের প্রদত্ত এলটমেন্টের মধ্যে। জানা যায়, নিজের কোন ছাপাখানা নেই, তিনি নিজে প্রকাশকও নন। কিন্তু কেন জানা যায় না, টেক্সট বুক বোর্ড তারই নামে হাজার হাজার কপি বই ছাপার এলটমেন্ট দিয়েছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই সকল এলটমেন্ট খোলা বাজারে নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে অবাধে বিক্রি হয়ে থাকে। কালোবাজারে প্রাপ্ত পুস্তকগুলো আসে এই সকল এলটমেন্ট ক্রেতা প্রকাশক বা মুদ্রকের কাছ থেকে। সুস্পষ্ট কারণেই এই সকল পুস্তকের মূল্য অস্বাভাবিক হয়ে থাকে। ছাত্র-ছাত্রী কিংবা তাদের অভিভাবকগণ বই-পুস্তক কিনতে গিয়ে চোখের পানি ফেলে। জমজমাট বই কেলেঙ্কারির মধ্যে এই প্রথম গোয়েন্দা পুলিশ ঢুকে পড়েছে। আমরা প্রত্যাশা করব, দেশে এ বিষয়ে আইন যখন রয়েছে, তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তা যথাযথভাবে কার্যকর করবেন। টেক্সট বুক বোর্ড থেকে শুরু করে বাংলাবাজারের তস্য বইয়ের দোকান পর্যন্ত সকল পর্যায়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান ও তল্লাশী করে এই কেলেঙ্কারির সকল সূত্র উদঘাটন করবেন এবং আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই লজ্জাকর কেলেঙ্কারি উৎপাটনের সংগ্রামে দেশবাসী তাদের সঙ্গে থাকবে।